বিধায়কদের সঙ্গে বৈঠক, টুইটে মুখ্যমন্ত্রী

এসসি-এসটি উন্নয়নে বাংলা সেরা : মমতা

স্টাফ রিপোর্টার : জন্মসূত্রে জাতি শংসাপত্র (কাস্ট সার্টিফিকেট) পাওয়ার অধিকার থাকলে, তা চার সপ্তাহের মধ্যে দিতে হবে। বিধায়কদের সঙ্গে বৈঠকে প্রশাসনিক কর্তাদের এমনই নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কোনও প্রশাসনিক আধিকারিক সার্টিফিকেট সময়মতো প্রদান করছেন না, এমন অভিযোগ প্রমাণিত হলে আইন মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়াও হবে বলে বিধায়কদের জানান মুখ্যমন্ত্রী।

রাজ্যের তফসিলি জাতি, উপজাতি ও অনগ্রসর মানুষের উন্নয়নের স্বার্থে এই প্রথম আলাদাভাবে এই শ্রেণির সব রাজনৈতিক দলের বিধায়কদের সঙ্গে বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী। আর তাৎপর্যপূর্ণভাবে মুখ্যমন্ত্রীর এই আহ্বান এড়াতে পারলেন না বিজেপি বিধায়করাও। তাই জেলার প্রশাসনিক বৈঠকগুলিতে বিরোধী বিধায়করা ডাক পান না এই অভিযোগ উঠলেও, এদিন তার জবাব মিলল। তফসিলি জাতি ও উপজাতির উন্নয়নে বাংলা সেরা, টুইট করে একথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেছেন, "সব রাজনৈতিক দলের এসসি, এসটি বিধায়কদের নিয়ে বিধানসভায় বৈঠক হয়েছে। এই জাতি-উপজাতি মানুষদের উন্নয়নের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। ন্যাশনাল শিডিউল কাস্ট ফিনান্স অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন রাজ্যকে ভাল কাজের প্রথম পুরস্কার দিয়েছে।"

মঙ্গলবার বিধানসভার নৌসের আলি কক্ষে তফসিলি জাতি ও উপজাতির অন্তর্ভুক্ত শাসক-বিরোধী বিধায়কদের সঙ্গে বৈঠক করেন মমতা। লোকসভা নির্বাচনের পর বিরোধী বিধায়কদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর এই বৈঠক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তৃণমূলের পায়ের তলার মাটি সরছে বলেই বিরোধী বিধায়কদের সঙ্গে মমতা মিলিত হয়েছেন, এমন অভিযোগও করেছেন কেউ কেউ। কিন্তু এদিনের বৈঠকে বাম, কংগ্রেস, বিজেপি ও তৃণমূল বিধায়কদের মতামত-প্রস্তাব দেড় ঘণ্টা ধরে শুনলেন মমতা। সঙ্গে ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, সংশ্লিষ্ট দফতরের মন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিভাগীয় আধিকারিকরা। বৈঠকের শুরুতেই মুখ্যমন্ত্রী প্রথমে বিধায়কদের প্রস্তাবগুলি শুনতে চান। ৩৭ জন বিধায়ক বক্তব্য রাখার জন্য হাত তুলেছিলেন। প্রত্যেকের বক্তব্য শোনেন মুখ্যমন্ত্রী। সরকারি আধিকারিকদের নির্দেশ দেন, সেসব খাতায় নোট করতে। মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দেন, এসসি, এসটি, ওবিসি উন্নয়নের কোনও কাজ ফেলে রাখা যাবে না। বেশিরভাগ বিধায়কের বক্তব্যেই উঠে আসে অনলাইনে এসসি, এসটি, ওবিসি সার্টিফিকেট পেতে সমস্যার কথা। সরকারি অফিসে গিয়ে শংসাপত্র পেতে হয়রান হতে হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন কয়েকজন বিধায়ক। তাই সার্টিফিকেট প্রাপ্তির প্রক্রিয়াটি সরলীকরণ করা দরকার বলে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে প্রস্তাব দেন বিধায়করা। জেলায় ক্যাম্প করার কথাও বলেছেন তাঁরা। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, বাবা-মায়ের সার্টিফিকেট থাকলে, ছেলে-মেয়ের তা পেতে কোনও অসুবিধা হবে না। আবেদনের চার সপ্তাহের মধ্যেই তা পাওয়া যাবে। পরে পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "জন্মসূত্রে সার্টিফিকেট পাওয়ার অধিকার থাকলে, অবশ্যই পাবেন। কোনও আধিকারিক সার্টিফিকেট দিতে দেরি করছেন, এমন অভিযোগ এলে অবশ্যই বিষয়টি দেখা হবে।"

সরকার জানিয়েছে, ইতিমধ্যে এসসি, ওবিসি সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে ৬৭ লক্ষ ২৯ হাজার ৭২৮ জনকে। এসটি সার্টিফিকেট পেয়েছেন ৬ লক্ষ ৯০ হাজার জন। ৩৫ হাজার থেকে বেড়ে প্রতি মাসে প্রায় ৯০ হাজার জাতি শংসাপত্র পাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন পার্থবাবু।

বিজেপি বিধায়ক মনোজ টিগ্গা, কংগ্রেস বিধায়ক শংকর মালাকার যৌথভাবে প্রস্তাব রাখেন, চা শ্রমিকদের উন্নয়নে নজর দিতে। তাঁদের জমির অধিকার-সহ একাধিক সুবিধা দেওয়ার কথা বলেন বিধায়করা। বন্ধ চা বাগান খোলার প্রস্তাব দেন বিজেপি বিধায়ক। এছাড়া আদিবাসীদের জমি দখল হয়ে যাচ্ছে বিভিন্নভাবে, এই অভিযোগ তুলেছেন বেশ কয়েকজন বিধায়ক। আদিবাসীদের পেনশনভাতা বৃদ্ধির দাবিও ওঠে এই বৈঠকে। তফসিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য নির্দিষ্ট তহবিল অন্য খাতে যাতে খরচ না হয়, সেবিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন বিধায়করা। উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গের পিছিয়ে পড়া মানুষজনের সমস্যা পৃথক। তাই বিধায়কদের আর্জি, এলাকার ভিত্তিতে সমস্যাগুলি আলাদাভাবে চিহ্নিত করে সমাধানে উদ্যোগী হোক সরকার। আদিবাসী পড়ুয়াদের হস্টেলের সমস্যার কথাও তোলা হয় বৈঠকে। কোনও অভিযোগ থাকলে দফতরের মন্ত্রীর কাছে জানাতে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে প্রথম এই বৈঠকে আপ্লুত বিরোধী রাজনৈতিক দলের বিধায়করাও।